দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 2·2·NOV 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

18

কিশোরগঞ্জ জেলায় দেড় শতাধিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকের পদ শূন্য

কিশোরগঞ্জ সংবাদদাতা ॥ জেলার প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে দীর্ঘদিন যাবৎ বহুসংখ্যক পদ শূন্য রহিয়াছে। বর্তমানে জেলায় ৮টি থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, ১২টি সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, ৭৪টি প্রধান শিক্ষক ও ৫৭টি সহকারী শিক্ষকের পদ খালি। ফলে বিদ্যালয় তদারকিসহ কিশোরগঞ্জ জেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হইতেছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, জেলায় ১৩টি থানার মধ্যে কিশোরগঞ্জ সদর, হোসেনপুর, কুলিয়ারচর, ভৈরব, অষ্টগ্রাম, ইটনা, মিটামইন ও নিকলী থানায় শিক্ষা কর্মকর্তা নাই। ইহা ছাড়া অষ্টগ্রাম, ইটনা, তাড়াইল, বাজিতপুর ও ভৈরবে ১টি করিয়া পাকুন্দিয়া ও হোসেনপুরে ২টি করিয়া এবং করিমগঞ্জে ৩টি সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদগুলির মধ্যে রহিয়াছে কিশোরগঞ্জে ২টি প্রধান শিক্ষক ৩২টি সহকারী শিক্ষক, করিমগঞ্জে ৭টি প্রধান শিক্ষক, পাকুন্দিয়ায় ৭টি প্রধান শিক্ষক ও ৮টি সহকারী শিক্ষক, হোসেনপুরে ৩টি প্রধান শিক্ষক ও ৪টি সহকারী শিক্ষক, কটিয়াদীতে ৬টি প্রধান শিক্ষক ও ৬টি সহকারী শিক্ষক, বাজিতপুরে ৪টি প্রধান শিক্ষক ও ১২টি সহকারী শিক্ষক, কুলিয়ারচরে ৭টি প্রধান শিক্ষক ও ১টি সহকারী শিক্ষক, ভৈরবে ৩টি প্রধান শিক্ষক ও ৪টি সহকারী শিক্ষক, অষ্টগ্রামে ১টি প্রধান শিক্ষক ও ৪টি সহকারী শিক্ষক, নিকলীতে ৩টি প্রধান শিক্ষক ও ৪টি সহকারী শিক্ষক, মিটামইনে ৫টি প্রধান শিক্ষক ও ৪টি সহকারী শিক্ষক ইটনাতে ১২টি প্রধান

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

কিশোরগঞ্জ জেলায়

(৩য় পৃঃ পর)

শিক্ষক ও ৬টি সহকারী শিক্ষক এবং তাড়াইলে ৬টি প্রধান শিক্ষক ও ২টি সহকারী শিক্ষক। এদিকে চলতি বছরেই আরও ২৭ জন প্রধান শিক্ষক, ১৮ জন সহকারী শিক্ষক ও ১জন থানা শিক্ষা কর্মকর্তা অবসর গ্রহণ করিবেন বলিয়া সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়াছে।